নতুন দুই এমপি তাজউদ্দীন ও নাজমুল হুদা

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা ভুমিধ্বস বিজয়ী হয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর মেহেরপুরের দুটি আসনের প্রথমবারের মতো জামায়াত ইসলামী থেেকেএমপি নির্বাচিত হলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট। জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী লাঙ্গল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৭৯১। এ আসনের ভোট পোল হয়েছে ১৮৭০৩০টি। বাতিল হয়েছে ৫১২৬টি। এ আসেন ভোট পোল হয়েছে শতকরা ৬৯.২৬ শতাংশ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬০৮ জন। জেলায় মোট ২১৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়।

এর মধ্যে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে ১২৩টি আসনে ভোটার ছিলেন৩ লাখ ১৩ হাজার ২১৬ জন । মেহেরপুর-১ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন এবং ভোটকেন্দ্র ছিলো ৯০টি। এ আসেন তিন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

বেলগাছিতে প্রথমবার মেডিক্যালে পড়ার কৃতিত্ব অর্জন করলো মিম

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের সন্তান আফরিন সুলতানা মিম প্রথমবারের মতো মেডিক্যালে পড়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে মেডিক্যালে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

আফরিন সুলতানা মিম আলমডাঙ্গা বেলগাছি গ্রামের মালিথা পাড়ার গর্বিত কন্যা এবং আলম হোসেনের কন্যা। তার পিতা আলম হোসেন বর্তমানে এক বেসরকারি কোম্পানিতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন, খুবই স্বল্প বেতনে।

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য বেলগাছির সর্বস্তরের মানুষ আফরিনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, “এই কৃতিত্ব কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি শুধু তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং বেলগাছি মালিথা পাড়া ও সমগ্র এলাকার জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।”

বেলগাছি ছাত্র কল্যাণ সংস্থা আফরিন সুলতানা মিমকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আফরিনের পিতা আলম হোসেন বলেন, “তার আগামীর পথচলা আরও সাফল্যমণ্ডিত হোক। ভবিষ্যতে সে একজন দক্ষ, মানবিক ও দেশপ্রেমিক চিকিৎসক হিসেবে সমাজ ও দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে এজন্য সকলের কাছে দোয়া চাই।”

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো সুপারফুড ‘চিয়া বীজ’ চাষ

প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়া কুমারখালীতে চাষ হচ্ছে সুপারফুড চিয়া বীজ। উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠে ১০ শতাংশ জমিতে চিয়া বীজ চাষ করেছেন মহিউদ্দিন নামে এক কৃষক। আশানুরূপ ফলনের প্রত্যাশা করছেন তিনি।

জগন্নাথপুর মাঠে বিস্তীর্ণ জমিতে গাঢ় সবুজ রঙের গাছ দুলছে। প্রতিটি গাছ লম্বায় প্রায় তিন ফুট। গাছে বেগুনি রঙের ফুল এসেছে। এসেছে গুটি গুটি ফলও। এর নাম ‘চিয়া বীজ’।

চিয়া সিড পুষ্টিকর খাবার। এতে আছে দুধের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কমলার চেয়ে ৭ গুণ বেশি ভিটামিন সি, পালং শাকের চেয়ে ৩ গুণ বেশি আয়রন, কলার চেয়ে দ্বিগুণ পটাশিয়াম, মুরগির ডিম থেকে ৩ গুণ বেশি প্রোটিন, স্যামন মাছের চেয়ে ৮ গুণ বেশি ওমেগা-৩। পুষ্টিকর এই খাবারটি সপ্তাহের সাত দিনই খাওয়া যায়। তবে ৩-৪ দিন খেলেও শরীরে উপকারে আসে।

উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, কৃষি বিভাগের পরামর্শে তিনি এই নতুন ফসল ১০ শতাংশ জমিতে চাষ করেছেন। কৃষি বিভাগ বীজ সরবরাহ করেছে এবং চাষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে।

কৃষক রা’ বলেন, এর আগে এই ফসল কোনোদিন দেখিনি। কৃষি বিভাগ থেকে জেনেছি, এই ফসল মানব শরীরের জন্য খুবই উপকারী। বাজারে এই ফসলের মূল্য অনেক বেশি। ভালো ফলন ও বাজার সুবিধা পেলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে এই ফসল চাষ করবে বলেন স্থানীয় কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চিয়া বীজ মধ্য আমেরিকার একটি উদ্ভিদ। পুদিনার একটি প্রজাতি। বিভিন্ন পোষক পদার্থের উপস্থিতির জন্য এটিকে সুপারফুড বলা হয়। প্রতি বিঘা জমিতে চিয়া বীজ উৎপাদন করতে খরচ হয় ১২-১৫ হাজার টাকা। বীজ উৎপাদন হয় ৭০-৮০ কেজি। প্রতি কেজি বীজ বিক্রি হয় ৭০০-১০০০ টাকা দরে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চিয়া বীজ বপন করতে হয়। ফলন ঘরে তোলা যায় মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। চিয়া বীজ উৎপাদনে জৈবসারের ব্যবহার বেশি করতে হয়।